রাতের আধারে বাড়ির দরজায় গিয়ে কম্বল দিলেন ইউএনও

মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের ফাহিমা খাতুন(৪০)। গতকাল সোমবার রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ঠিক সাড়ে ৯ টার দিকে কে যেন তার দরজায় কড়া নাড়ছে। ভয়ে সে অনেকটায় জড়সড়। রাতে কেউ তাকে ডাকার কথা নয়। তারপরও শীতের রাতে অনেকটায় আতঙ্ক নিয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলেই সে হতবাক। তার সামনে মাথায় টুপি, গায়ে জ্যাকেট জড়িয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রয়েছে কম্বল। সে প্রথমে চিনতে পারেনি। টানা টানা কন্ঠে বলে উঠনে কারা আপনারা।

সাথে সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলে আমি আপনাদের উপজেলার ইউএনও। আপনি রাতে শীতে কষ্ট করেন তাই আপনাকে শীতের কম্বল দিতে আসলাম। এর পরেই ফাহিমা খাতুনের হাতে একটি কম্বল তুলে দেন ইউএনও। কম্বল পেয়ে চোখে পানি চলে আসে ফাহিমা খাতুনের। এমন ভাবে ইউএনও তার বাড়িতে আসবে কখনো ভাবিনি সে। হঠাৎ ইউএনও কে বাসায় পেয়ে বলছিলেন তার কষ্টের কথা।

শুধু ফাহিমাই নয়, শত বর্ষ বয়সী করিমন নেছা, বেদেপল্লী , ভিক্ষুক সহ আরো অনেক অসহায় ব্যাক্তিদের বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে শীতের কম্বল দিচ্ছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

এছাড়া গাড়িতে করে যেতে যেতে রাস্তায় চলাফেরা করা পাগল দেখলেও সাথে সাথে গাড়ি থেকে নেমে তাদের গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি। এতে করে পাগলেরাও খুশি হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

প্রচন্ড শীতের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ পাওয়া কম্বল সঙ্গে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম বাড়িতে গিয়ে নিজের হাতে কম্বল গায়ে জড়িয়ে দেন শীতার্তদের। রাস্তার পাশে, প্রত্যন্ত গ্রামের প্রকৃত অসহায় ও শীতার্ত মানুষদের খুঁজে খুঁজে কম্বল দেন তিনি।

এ সময় তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনেন। এবং যাদের বেশি প্রয়োজন এমন গরিব দুস্থদের হাতে কম্বল তুলে দেন তিনি। তীব্র শীতের মধ্যে কখনও এসব গ্রামে হেঁটে যান আবার কিছুদূর গাড়িতে যান ইউএনও।

কম্বল পেয়ে করিমন নেছা বলেন, এই শীতে কেউ কোনো খোঁজ না নিলেও ইউএনও নিজে এসে কম্বল দিয়েছেন। কম্বল পেয়ে আমি অনেক খুশি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম বলেন, গতকাল রাতে বেদেপল্লী, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো পাগলসহ প্রায় ৫০টি পরিবারের দরজায় ঘুরে ঘুরে কম্বল দিয়েছি। এছাড়া উপজেলার কিছু মাদ্রাসায় ১৫০ টি মত কম্বল দিয়েছি।
পর্যায়ক্রমে এভাবেই খুজে খুজে অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে আমরা কম্বল বিতরন করবো।

তিনি আরও বলেন, এই শীতে গরিব, দুঃখী মানুষ খুব অসহায়। সবার উচিত এসব অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্রদের পাশে এসে দাঁড়ানো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা লাল্টু মিয়া ও ছাত্র প্রতিনিধি সাওন হোসেন।

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে উৎসবের আমেজ

রাত পোহালেই ২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট। বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেকে নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা।

আজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে।

বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধা সাড়ে ছয়টা থেকে গীর্জায় প্রার্থনা, আনন্দ ফুর্তি, নাচ গান এবং গোশালা গুলো উদ্বোধণ করা হবে এবং আগামীকাল বুধবার থেকে বল্লভপুর খেলার মাঠে ১শত বছরের ঐতিহ্য ৭দিন ব্যাপি আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বড় দিনের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন, প্রশাসনের পাশাপাশি চার্চ ও মেলা কমিটিও নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব ব্যবস্হা গ্রহন করেছে।

বল্লভপুর প্যারিস ইম্মানূয়েল চার্চের পুরোহিত রেভারেন্ট মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, জানান যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন শুভবড়দিন উপলক্ষে ইম্মানূয়েল চার্চের নিয়ন্ত্রনাধীন চার্চগুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। গীর্জাগুলো বর্ণীল সাজে সাজানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৮ টার সময় খ্রিষ্ঠযাগ এর মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে এবারের শুভ বড়দিনের মনসুর মুক্তিদাতার জন্মগ্রহণে বাক্য মাংসে মূর্তিমান।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য ভবের পাড়া গ্রামের সিবাস্তিন মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন এবং খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সহ সকল ধর্মালম্বীর মানুষ আমাদের সাথে সর্বাত্তক সহযোগীতা করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম বলেন বড়দিন উপলক্ষে সরকারি সহায়তা হিসাবে উপজেলার ১৭টি চার্চ কে ৫ শত কেজি করে ঘরে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহিত সকল অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, বড়দিন উপলক্ষে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করার জন্য তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা গ্রহন করা হয়েছে। তিনি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন।

উপজেলার প্রত্যেকটি গীর্জায় সার্বক্ষনিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশের টিম কাজ করে যাবে। প্রতিবারের ন্যায় সরকারী নির্দেশনা

অনুযায়ী খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

গাংনীতে ডিএপি সার জব্দ করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৮৮ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করেছে কৃষি অফিস। পরে কৃষকদের মাঝে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের কৃষক ফিরোজুল ইসলাম ওরফে ইদুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এ সার জব্দ করা হয়।

গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া ব্লকের উপ-সহকারি কৃষি অফিসার ফরিদ হোসেন ও সোহেল রানা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সারগুলো উদ্ধার করেন। এসময় ট্রাক থেকে সারগুলো আনলোড করা হচ্ছিল।

পরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার রাসেল রানার তত্বাবধানে জব্দকৃত ডিএপি সার স্থানীয় ৫৩ জন কৃষকের মাঝে সরকারি মূল্যে বিক্রি করা হয়।

উপজেলা কৃষি সস্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ রাসেল রানা জানান, সারগুলো স্থানীয় ডিলারদের মাধ্যমে মজুদ করা হয়নি। এলাকার কিছু কৃষক পার্শ্ববর্তি জেলা থেকে সারগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। যেসব কৃষক সারগুলো সংগ্রহ করেছেন তাদের মাঝেই জব্দকৃত সার বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সমন্বয় সভা

“গ্রাম আদালত কার্যক্রম” সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় মেহেরপুরে স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

সভায় বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ও এর উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় অংশীজনদের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রচার কার্যক্রম আরও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবীর হোসেন, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু), জেলা তথ্য অফিস আবদুল্লাহ আল মামুন, ডি এম মোঃ আছাদুজ্জামান, প্রোগ্রাম ও ফাইনান্স মোঃ শাহাজুল ইসলাম, ব্র্যাক জেলা সমম্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুল মূনীরসহ জেলার বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও অংশীজনরা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে নানা আয়োজন

আলোচনা সভা, পিঠা উৎসব ও সম্মাননা স্মারক প্রদানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্লাবটির ৮ম বর্ষে পদার্পণ উদযাপন করা হয়। এ সময় আলোচনা সভা ও পিঠা উৎসবের পাশাপাশি ২০২৪ সালে মেহেরপুর জেলার সাংবাদিকতায় অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ দিলরুবা খাতুন ও খান মাহমুদ আল রাফিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায়, ক্লাবটির সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনা ও সভাপতি তোজাম্মেল আযমের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালু, মুজিবনগর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক মন্টু এবং জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুলের পরিচালক আল আমিন ইসলাম বকুল।

অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, এই সংগঠনটির সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বর্তমান সমাজে সাংবাদিকতা খুবই চ্যালেজ্ঞিং পেশা। যে সমাজে গণতন্ত্র থাকে না,যে সমাজ দারুণভাবে অসুস্থ, সেই সমাজে আসলে মুক্ত চিন্তা ও সাংবাদিকতার চর্চা করা প্রচন্ড চ্যালেঞ্জিং। বিগত সময়ে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এই প্রেস ক্লাব নিজ অবস্থানে তৈরি করেছে। আগামীতেও সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব তার অবস্থান ধরে রাখবে সেই প্রত্যাশা করছি।’ এ সময় তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের আরও বস্তুনিষ্ঠ ও মানসম্মত খবর পরিবেশন করার আহ্বান জানান।

অন্যান্য অতিথিরা তাদের বক্তব্যে জেলা প্রেসক্লাবের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিগত সরকারের সময়ে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব সদস্যদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নির্ভীক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে অতিথিরা সংবাদ কর্মীদের ভূয়সী

প্রশংসা করেন।

আলোচনা সভা শেষে জেলার সাংবাদিকতায় অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ কালবেলার জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অতঃপর পিঠা উৎসব উদযাপন করা হয়।

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাসিক সাধারন সভায় উপস্থিত নিজ নিজ দপ্তরের কার্যকম তুলে ধরেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মেডিকেল অফিসার সুরাইয়া শারমিন পুষ্প, উপজেলা প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার খালিদ হোসেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা শাহজাহান আলী, আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা ফজলে রাব্বি, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: হারেছুল আবেদ, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি খায়রুল বাশার। এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের অফিসারবৃন্দ তাদের নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম বলেন যে উপজেলা পরিষদের সমস্ত সেবা গুলি আমরা দিচ্ছি তা যেন স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ হয়। যারা সমাজে কাজ করছে তাদের সমন্বয়ে কাজগুলো করার জন্য

বিভিন্ন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।

মুজিবনগরে গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সভা

গ্রাম আদালতের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার লক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রাম আদালত সক্রিয়করনের তৃতীয় পর্যায় প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ শাকিলুজ্জামানের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার সুরাইয়া শারমিন পুষ্প, উপজেলা জনস্বাস্থ পৌকশলী জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।

এ সময় উপজেলার সকল অধিদপ্তরের অফিসারবৃন্দ ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান অংশ নেন।

সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার গ্রাম আদালত কার্যক্রম সক্রিয় করতে ইউপি চেয়ারম্যান গনদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে বলেন। যাতে করে ন্যায় ও সুষ্ঠু বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উচ্চ আদালতে মামলার জট কমে। কমিটির সদস্যগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে গ্রাম আদালতের প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

মেহেরপুরের শোলমারীতে মাঠ দিবস অনুষ্টিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে এসিআই সীডসের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফুলকপি ” হোয়াইট মাস্টার ” এর উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় শোলমারী উত্তরপাড়া মাঠে এই মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রিটেলার ময়েজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন ডিলার মোঃ নাহারুল ইসলাম ও মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান।

আগামী সিজেনে হোয়াইট মাস্টার ফুলকপি চাষ করার ইচ্ছে পোষণ করেছে স্থানীয় চাষীরা। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসিআই সীডসের মার্কেটিং অফিসার মোঃ পারভেজ আলী।

এ সময় মাঠ দিবসে আরো উপস্থিত ছিলেন শোলমারী গ্রামের ৮০/৮৫ জন চাষী।

আশরাফপুরে মরহুম ফারুক হুসাইন চেয়ারম্যান ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরের আশরাফপুরে মরহুম ফারুক হুসাইন চেয়ারম্যান ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল তিনটার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর ক্রিকেট টিমের আয়োজনে আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয় মাঠে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করা হয়।

মরহুম ফারুক হুসাইন চেয়ারম্যান স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন নাজাত আলী।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোল্লা নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা।

আশরাফপুর ক্রিকেট টিম অধিনায়ক ইমতিয়াজ আহমেদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ইয়াসনবী মাস্টার, আমদহ ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর বায়তুল মাল সেক্রেটারী মাওলানা আজিজুল হক, মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মোঃ মিরাজউদ্দিন, আমদহ ইউনিয়নের যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ তুষার আলী, যুবদলের ওয়ার্ড সেক্রেটারি মিলন আহমেদ, রিপন আলী প্রমুখ।

উদ্বোধনী খেলায় বন্দর একাদশ এবং কুড়োলগাছি একাদশ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়ন পরিষদে ওয়াচ গ্রুপের পাবলিক হেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, ঝরেপড়া রোধ এবং বিদ্যালয়কে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে আজ সোমবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদে বাৎসরিক কাজের অগ্রিগতি শেয়ারিং ও সংশোধিত পরিকল্পনা বিষয়ক পাবলিক হেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ আমদহ ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম ও আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রধান আলোচক আসাদুজ্জামান সেলিম তার বক্তব্যে বলেন সরকারের পাশাপাশি মউক ও গণসাক্ষরতা অভিযান মূলত মহান উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। এসডিজি ৪- শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ও মান উন্নয়নের করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরতে গিয়ে বলেন বিদ্যালযের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সহ শরীর চর্চা ও কিছু নীতি বাক্য জানা আবশ্যক শুধু তাই নয় পাঠ্য বইয়ের বাইরে ও শিক্ষা সহায়ক, শিক্ষাউপকরণ সামগ্রী ও আনন্দ বান্ধব পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান পরিকল্পনা করার অনুরোধ করেন। বিশেষ করে ৩য় হতে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী প্রত্যেক বিষয়ের ২/৪ টি বাক্য নিজের মত করে লিখতে পারবে এমন ভাবে পাঠদানের পরিকল্পনা করে তা বাস্তবে রুপ নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। পরিশেষে প্রতি বছর ৫%হারে ঐ দক্ষতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত যারা আছি বা আছেন সকলের এ ব্যপারে সহায়তা করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ সাজসজ্জা ও শ্রেণী কক্ষগুলো শিশুদের আনন্দের সহায় হবে। তবে শিশুরা স্বানন্দে বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হবে।

ইউুপ সদস্য রেজাউল করিম বলেন এটা এক দিন সম্ভব নয় তবে ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবে রুপ দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকের বড় ভূমিকা থাকতে হবে।

এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন ওয়াচ গ্রুপের সহ সভাপতি মীর ফারুক হোসেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে আমদহ ইউনিয়নের সূশীল সমাজের নাগরিক, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য সহ আমদহ এবং আমঝুপি ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধগন উপস্থিত ছিলেন।